

68842 - যদি মুদ্রার দর পরবির্তন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের পদ্ধতীকী হবে?

প্রশ্ন

আমি আমার এক বন্ধুকে কর্জ হাশান দিয়েছি। আমি তাকে ঋণ দিয়েছি স্টোদরিয়াল। এখন ঋণ পরশিোধের সময় স্টোদরিয়ালের বপিরীতে মশিরী পাউন্ডের দর কমে গেছে। আমার এ বন্ধু ঋণ গ্রহণের সময় রিয়ালের বপিরীতে মশিরী পাউন্ডের দর ছিল সে ভিত্তিতে ঋণ পরশিোধ করতে চায়। তার মান আমার কাছ থেকে মূল যে অর্থ সে গ্রহণ করেছে এর চয়ে কমে অর্থ আমার কাছে ফেরত আসবে। আমি এটা প্রত্যাখ্যান করে তাকে বলছি: ভাই, আমি তোমার হাতে স্টোদরিয়াল সমর্পণ করেছি। তুমি আমার কাছ থেকে যতোবে গ্রহণ করেছে সেতোবে স্টোদরিয়ালে আমার ঋণ ফেরত দাও। ঋণ তো সম ধরণের জনিসি দিয়ে পরশিোধ করতে হয়। আমার এতটুকু (ক্ষতি) যথেষ্ট যে, আমি কোন হালাল প্রজেক্টে আমার অর্থ বনিয়োগ করা থেকে নজিকে বঞ্চিত করেছি; যাতে আমার লাভ হত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাকে কর্জ হাশানা (ঋণ) দিয়েছি। এ অর্থ দিয়ে তুমি তোমার ব্যবসা ঠিকঠাক করছে, ব্যবসা করছে, লাভবান হচ্ছে; আল্লাহ তোমার সম্পদে বরকত দানি। কিন্তু সে আমার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করল। এ ক্ষেত্রে ইসলামের হুকুম কি? তার উপর কি আবশ্যক নয় যে, আমার ঋণ সে স্টোদরিয়ালে ফেরত দিবে; নাকি নয়? যদি উত্তর হয় যে, তার উপর স্টোদরিয়ালে ঋণ পরশিোধ করা আবশ্যক; কিন্তু সে ফতোয়া না মানতে তাহলে আল্লাহর কাছে তার বখান কি? আমার অর্থ যে পরিমাণ কম হবে সেটা কি তার যমিদারিতে থেকে যাবে; যনে কয়ামতের দনি আমি আল্লাহর সামনে তার থেকে সেটা দাবী করতে পারি; নাকি নয়? এ বিষয়ে আমাকে ফতোয়া জানাবেন। আল্লাহ আপনাদের প্রতদিন দানি। যহেতু ফতোয়ার জন্য ঋণ পরশিোধ স্থগতি আছে।

জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তি অন্য কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে তার উপর আবশ্যক হল সে যে মুদ্রাতে ঋণ নিয়েছে অনুরূপ মুদ্রাতে ঋণ পরশিোধ করা; ঋণ গ্রহণের সময় ঋণের যে মূল্য ছিল সেটা নয়। বরঞ্চ চুক্তিপত্রে এটা উল্লেখ করা জায়যে নই যে, গৃহীত মুদ্রা বাদ দিয়ে অন্য মুদ্রাতে ঋণ পরশিোধ করা হবে। যমেন, কউ একজন স্টোদরিয়ালে ঋণ নিয়ে ঋণ গ্রহণের সময় মশিরী মুদ্রাতে সেটোর মূল্য কত ছিল তা হিসাব করে মশিরী মুদ্রায় ঋণ পরশিোধ করা জায়যে নয়। যদি কউ স্বাচ্ছন্দচিত্তে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দুটো মুদ্রার মাঝে মূল্যের যে ব্যবধান সেটো পরিশোধ করতে চায় তাহলে জায়যে হবে; তবে দাবী করে নয়। এই মর্মে ফকিহ একাডেমিগুলোর ফতোয়া ও আমাদরে অনেকে বজি'এ আলমেরে ফতোয়া রয়েছে।

'মুদ্রার দর পরবর্তন' সংক্রান্ত বিষয়ে কুয়েতে অনুষ্ঠিত 'ইসলামী ফকিহ একাডেমি'-এর পঞ্চম সম্মেলন-এ (১-৬ জুমাদাল উলা ১৪০৯ হিঃ মোতাবেক ১০-১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৮খ্রিঃ) সিদ্ধান্ত নং ৪২(৪/৫) তে বলা হয়েছে:

'মুদ্রার দর পরবর্তন' সংক্রান্ত বিষয়ে সদস্যবর্গ ও বিশেষজ্ঞগণের পশেকৃত গবেষণাপত্র অবহতি হওয়া ও এর উপর আলোচনা-সমালোচনা শূনার পর এবং তৃতীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নং ২১(৩/৯) অবহতি হওয়ার পর যাতো রয়েছে যে, "কাগুজে মুদ্রাগুলো মুদ্রা হিসেবে ধর্তব্য। এগুলোর পরিপূর্ণ মূল্যমান রয়েছে। যাকাত, সুদ, সালাম ব্যবসা কথিবা অন্যান্য বধি-বধানের ক্ষতেরে স্বর্ণ-রৌপ্যের জন্য যসেব শরয়ি বধি-বিধান প্রযোজ্য এগুলোর ক্ষতেরেও সসেব বধি-বিধান প্রযোজ্য": কমটি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে:

"কোন বিশেষ মুদ্রায় সাব্যস্ত ঋণ পরিশোধ করার ক্ষতেরে অনুরূপ মুদ্রায় ধর্তব্য; মূল্য নয়। কেননা ঋণ পরিশোধ করতে হয় অনুরূপ জনিসি দিয়ে। তাই কারো যম্মাদারতি সাব্যস্ত ঋণ সেটো যে উৎস থেকেই হোক না কেন; সেটাকে বাজার দরের সাথে সম্পৃক্ত করা জায়যে হবে না।

[একাডেমির ম্যাগাজিনি (সংখ্যা-৫, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬০৯)]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

"আমার এক দ্বীন ভাই 'হাসান' আমাকে দুই হাজার তউনশেয়ান দিনার ঋণ দিয়েছে। আমরা একটি চুক্তিপত্রও লিখেছি। চুক্তিপত্রে আমরা ঐ অংকের অর্থেরে জার্মান মুদ্রায় মূল্য উল্লেখ করেছি। ঋণেরে নির্ধারণতি সময় অতবাহতি হওয়ার পর (সেটো ছিল এক বছর) জার্মান মুদ্রার দাম বেড়ে যায়। এখন আমি যদি তাকে চুক্তিপত্রে যা আছে সেটো পরিশোধ করি তাহলে বিষয়টি এমন হবে যে, আমি তার থেকে যা ঋণ নিয়েছি তার চেয়ে তনিশত তউনশেয়ান দিনার বেশি পরিশোধ করলাম। এমতাবস্থায় ঋণদাতার জন্য এই অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা কি জায়যে হবে; নাকি সেটো সুদ হিসেবে গণ্য হবে...? বিশেষত সে জার্মান মুদ্রায় পরিশোধ করাটা চাচ্ছে; যাতো করে সে জার্মানি থেকে গাড়ী কনিতো পারে।

জবাবে তিনি বলেন: ঋণদাতা 'হাসান' যে অর্থ ঋণ দিয়েছে সেটো ছাড়া আর কিছু সে পাবে না। আর তা হল দুই হাজার তউনশেয়ান দিনার। তবে, আপনি যদি এর চেয়ে বেশি তাকে দিতে সম্মত হন তাহলে কোন অসুবিধা নাই। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "মানুষের ঐ ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমভাবে (ঋণ) পরিশোধ করে"।[সহিহ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মুসলিম] সহি বুখারীতে এসছে এ ভাষায়: "উত্তম মানুষদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত যিনি উত্তমরূপে (ঋণ) পরিশোধ করে"।

পক্ষান্তরে, উল্লেখিত চুক্তিপত্রটি অকার্যকর। এর ভিত্তিতে কোন কিছু অবধারিত হবে না। যহেতু এটি শরিয়ত বরিশা চুক্তি। শরিয়ত দলিলগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, ঋণ দাবী করার সময় যাই দর সেই দর ছাড়া ঋণ বক্রি করা জায়যে নয়। তবে, ঋণগ্রহীতা যদি সদাচরণ ও উপটৌকনস্বরূপ বশে দিতে সম্মত হয় তাহলে পূর্ববোক্ত হাদিসের ভিত্তিতে সেটা জায়যে হবে।"[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/৪১৪)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) প্রশ্নকারীর অনুরূপ প্রশ্নের জবাবে বলেন:

"আবশ্যক হচ্ছে- আপনাকে যা ঋণ দিয়েছেন সেটা ডলারে ফেরত দেওয়া। কেননা এই ঋণটাই আপনাকে প্রদান করছেন। কিন্তু, তা সত্ববে আপনাকে দুইজন যদি এই মর্মে সমঝোতা করেন যে, সে আপনাকে মশরী পাউন্ড ফেরত দাবে; তাতে কোন অসুবিধা নেই। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন: আমরা দরিহামে উট বক্রি করে দরিহামের পরিবর্তে দিনার গ্রহণ করতাম। আবার দিনারে বক্রি করে দরিহাম গ্রহণ করতাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "কোন অসুবিধা নেই; যদি ঐ দিনের মূল্য গ্রহণ কর এবং তোমরা দুইজন বচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তোমাদের মাঝে কোন লেনদেন না রাখ।" কারণ এটি হচ্ছে- ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নগদ নগদ লেনদেন। এটি রটপ্য দিয়ে স্বর্ণ বিনিময় করার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং আপনিও সে যদি এই মর্মে একমত হন যে, সে আপনাকে এ ডলারগুলোর পরিবর্তে মশরী পাউন্ড প্রদান করবে এই শর্তে যে, আপনি তার সাথে যে সময়ে মুদ্রা পরিবর্তন করতে একমত হয়েছেন সে সময়ে যে দর এর চয়ে বশে পাউন্ড গ্রহণ করবেন না তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। যমেন- ২০০০ ডলার যদি ২৮০০ পাউন্ড এর সমান হয় তাহলে আপনার জন্য ৩০০০ পাউন্ড গ্রহণ করা জায়যে হবে না। কিন্তু আপনার জন্য ২৮০০ পাউন্ড গ্রহণ করা কথিবা শুধু ২০০০ ডলার গ্রহণ করা জায়যে হবে। মান আপনাকে সেই দিনের বাজার দরে গ্রহণ করবেন কথিবা এর চয়ে কম গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ বশে গ্রহণ করবেন না। কেননা আপনি যদি বশে গ্রহণ করেন তাহলে আপনি এমন কিছু গ্রহণ করলেন যেটোর গ্যারান্টি (ক্ষতিপূরণ) দো আপনাকে দায়িত্বে প্রবশে করেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন লাভ থেকে নিষেধ করেছেন যেটোর ক্ষতির দায়িত্ব ব্যক্তির উপরে ছিল না। পক্ষান্তরে, যদি কম গ্রহণ করেন তাহলে সেটা হবে ব্যক্তির কিছু অধিকার ছড়ে দলি; বাকীটুকু আদায় করল। এতে কোন অসুবিধা নেই। [সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/৪১৪, ৪১৫)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দুই পক্ষের কোন এক পক্ষ যদি এই হুকুমের বিপরীত করে তাহলে সে দুই মুদ্রার মূল্যের মাঝে যে ব্যবধান সেটো অন্যায়ভাবে গ্রহণকারী হবে। এটি হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মুমনিগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরো নিজেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।"[সূরা নসি, আয়াত: ২৯]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।